ইত্তেফাক

002

তারিখ 28 APR 1986
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিদ্যালয় ভবনগুলি জরাজীর্ণ
শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাব

বিভিন্ন স্থানের বহু সংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবে অনেক স্কুলে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে। বহু স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা রহিয়াছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলি হইতে শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে।

কক্সবাজারের সংবাদদাতা জানান, সদরসহ ৭টি উপজেলায় শতাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে। এগুলিতে আসবাবপত্রের অভাব ও সংস্কারবিহীন হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এদিকে '৮৪-৮৫ অর্থ বছরে এ জেলায় ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত এবং অপর ৩২টি নূতনভাবে নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত ঐগুলির কাজ সম্পন্ন হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঈদগাও সিকদার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। কিন্তু এগুলিতে নিম্নমানের ইট, কাঠ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহার করায় ভাঙ্গন শুরু হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। জেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় নির্মাণে কারচুপির লিখিত অভিযোগ পাইয়াছেন বলিয়া জানান।

এদিকে ৪২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক সামান্য সরকারী ভাতার উপরে দীর্ঘদিন যাবৎ চাকুরী করিতেছেন। গত ১৪/১৫ বছর যাবৎ এগুলি সরকারী অনুমোদন পায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

পাবনা সংবাদদাতা জানান,

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার তারপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানাভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা উন্মুক্ত মাঠে ক্লাস করিতেছে —ইত্তেফাক

ইত্তেফাক

তারিখ 28 APR 1986
৩ কলাম ২

বিদ্যালয় ভবনগুলি জরাজীর্ণ

(৩য় পৃঃ পর)

আটঘরিয়া উপজেলার তাড়াপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহু ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস গাছতলায় নেওয়া হইতেছে।

ভাঙ্গুরা উপজেলার প্রাচীনতম কলকতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সংস্কারের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। বেড়াবিহীন এই বিদ্যালয়টির উইপোকা খাওয়া কাঠের পচা খুঁটি সে কোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের ইসলামগাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে শিক্ষাদান না করার অভিযোগ রহিয়াছে।

পঞ্চগড় সংবাদদাতা জানান, জেলা সদরসহ ৫টি উপজেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকাশ, জেলার তিনশতটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে। ইতিমধ্যে উল্লেখিত শিক্ষকের শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও অজ্ঞাত কারণে স্থগিত রহিয়া গিয়াছে।

ইহাছাড়া জেলা এবং উপজেলার উন্নত এলাকা ব্যতীত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় ভবনগুলি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বেঞ্চের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে অথবা গাছের তলায় বসিয়া ক্লাস করিতে বাধ্য হইতেছে।

অপরদিকে অভিযোগে জানা গিয়াছে যে, সমস্যা জর্জরিত বিদ্যালয় কমিটিগুলি দুর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তাদের চাহিদা মত অর্থ জোগাইতে না পারায় ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের বরাদ্দ টাকার বৃহত্তর অংশ ফেরত গিয়াছে। ফলে, চলতি বছর সরকারীভাবে জেলার ফ্যাসিলিটিজ খাতে কোন রূপ অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই।

রংপুর সংবাদদাতা জানান, শহরের ১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বসিয়া ক্লাস করিতে পারিতেছে না। কোন কোন বিদ্যালয়ে দরজা-জানালা নাই। বর্ষার দিনে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে। আলমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ না থাকায় মেঝেতে বসিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করিতে হয়। আলমনগর কলেজ রোডস্থ বিদ্যালয়ে দরজা না থাকায় সেখানে প্রতি রাতেই মস্তপ ও জুয়াড়ীদের আস্তানা বসে।

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা জানান, জেলার ৮টি উপজেলায় ৩২৯টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

জেলার বিভিন্ন স্কুলে ৩১টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ২৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র এপ্রিল পর্যন্ত বই পায় নাই। ৩য় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ইংরেজী সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্ম বইয়ের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

জনৈক সংবাদদাতা জানান, স্বরূপকাঠি উপজেলার সুটিয়াকাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান না হওয়ায় সব সময়ই একটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বাহিরে অবস্থান করিতে হয়। তদুপরি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকায় বহু ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। বৃষ্টির দিনে বিদ্যালয়ের ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে।

গোপালদী বাজারের সংবাদদাতা জানান, আড়াই হাজার উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ২০টি দালান সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সবকয়টি দালানের ছাদ ফাটিয়া গিয়াছে।

ভাণ্ডারিয়া সংবাদদাতা জানান, পৈকখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ না থাকায় এক ব্যক্তির বারান্দায় স্কুলের ক্লাশ চলিতেছে। ১৯৬৫ সনের ঝড়ে বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর উহা আর মেরামত করা হয় নাই।

গাজীপুরে উপজেলা পাঠশালা উদ্বোধন

গাজীপুর সংবাদদাতা জানান গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদ উপজেলা পাঠশালা নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা দপ্তরের অদূরে স্থাপন করিয়াছে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ গত ২রা এপ্রিল এই পাঠশালার উদ্বোধন করেন। উপজেলা তহবিলের ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পাঠশালায় ৬ জন শিক্ষক ও অর্ধশতাধিক ছাত্র ছাত্রী নিয়া ক্লাশ শুরু করিয়াছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব বজলুল হক জানান, এই পাঠশালার বিশেষত্ব হইল দুইজন শিক্ষক এক সঙ্গে একই শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করিবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা দৈনিকের লেখাপড়া শ্রেণী কক্ষেই সম্পন্ন করিবে। গৃহে পড়াশুনার প্রয়োজন হইবে না। উপজেলা পরিষদ এই পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে।